নাইন স্টেপস-সাপ্তাহিক ২০০০

প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী ও মুক্ত সংলাপ

'মানুষ' 'কয়টা' 'আসছে' চলমান জীবনের নানা প্রসঙ্গ কথাই ছবি তিনটির মূল প্রতিপাদ্য। এনামুল করিম নির্ঝর বরাবরই নিরীক্ষাপ্রবণ। সেই প্রবণতা থেকেই এ ছবি তিনটির জন্ম। ১৮ মার্চ নাইন স্টেপস ও সাপ্তাহিক ২০০০-এর যৌথ উদ্যোগে এ তিনটি ডকুমেন্টারি ফিল্মের প্রদর্শনী হয় ধানমন্ডির জার্মান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র মিলনায়তনে। 'মানুষ', 'কয়টা' এবং 'আসছে'- প্রামাণ্যচিত্র ত্রয়ীর মূল লক্ষ্য আমাদের ভোঁতা বিবেককে নাড়া দেয়া। চেতনায় নতুন অনুরণনের সৃষ্টি করা। 'আসছে' ছবিটিতে আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। 'কয়টা' ছবিতে ফুটে ওঠে অন্ধকারে নিমজ্জমান এক বিশাল জনগোষ্ঠীর কথা যারা এখনো নানান কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। অন্ধ বিশ্বাস আর অসাধু ব্যবসায়ীদের চক্রে ঘুরপাক খাচ্ছে তারা। আর 'মানুষ' ছবিটিতে তিনজন মানুষের কথামালার মধ্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সমকালীন নৃশংসতার চিত্র। তার মধ্যে একজন সাংবাদিক গোলাম মোর্তোজা, অন্যজন শিল্পী মনিরুল ইসলাম, সঙ্গে গাজীপুরে নিহত ফয়সালের মা (নৃশংস ফয়সাল হত্যাকান্ড)।

দর্শকরাও অংশ নিয়ে ছিলেন আলোচনায়

তবে শুধু ডকুমেন্টারি প্রদর্শনীই এ আয়োজনের মূল লক্ষ্য ছিল না। ছবি তিনটি দেখার পর দর্শকদের মধ্যে সঞ্চারিত ভাবনা নিয়ে আলোচনাই ছিল অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ। দর্শক উপস্থিতিতে মুখোমুখি আলাপচারিতায় ছিলেন এ সময়ের প্রতিনিধিত্বশীল ১১ জন খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক-লেখক আনিসুল হক, অভিনেতা শহীদুজ্জামান সেলিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক রোবায়েত ফেরদৌস, ছাত্রনেতা মোশরেফা মিশু, চ্যানেল আইয়ে 'তৃতীয় মাত্রা'র উপস্থাপক জিল্লুর রহমান, সরকার দলীয় সাংসদ গাজী মোহাম্মদ শাজাহান, বিরোধীদলীয় সাংসদ সোহেল তাজ, পিএইচপি গ্রুপের মোহাম্মদ মোহসিন এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা তারেক মাসুদ এবং একেটেলের হেড অব মাকেটিং আসিফ ইকবাল প্রমুখ।

শুরুতেই অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ফেরদৌস বাপ্পী এগারো জনের কাছে জানতে চান 'আমরা কেমন আছি' এ প্রশ্নের উত্তর। আলোচকবৃন্দ তাদের নিজেদের অবস্থান থেকে তার উত্তর দেন। দর্শকরাও সেই আলোচনায় অংশ নেন। বিকেল পাঁচটায় শুরু হওয়া অনুষ্ঠান নানা যুক্তি, তর্ক বিশ্লেষণ- এভাবে এগিয়ে যায় রাত ৮টা পর্যন্ত।

এনামুল করিম নির্ঝরের ছবি দর্শকদের মধ্যে ভিন্ন চিন্তার জন্ম দেয়। নাড়া দেয় নিজেদের অস্তিত্বকে নতুনভাবে।

শেষে এনামুল করিম নির্ঝর ও সাপ্তাহিক ২০০০-এর পক্ষ থেকে সমাপনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।